দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 29 JAN 1990
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭

জাতীয় সংসদে শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা

সবকিছুতে উচ্চমাত্রায় রাজনীতিকরণ চলছে

—— শিক্ষামন্ত্রী

সমস্যা শিক্ষাঙ্গনের নয় শিক্ষানীতির ঃ বিরোধী নেতা

॥ সংসদ রিপোর্টার ॥

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের যুগোপযোগী সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এ লক্ষ্যে দু'টি কমিটি কাজ করছে। তিনি বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক স্বায়ত্তশাসনে হাত দিতে চাই না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অর্থ ব্যয় হয় তার শতকরা ৯৮ দশমিক ২ ভাগ সরকার দিয়ে থাকে। এ অর্থ জনগণের— জনগণ জানতে চায় এ অর্থ কিভাবে ব্যয় হচ্ছে। কতটা শিক্ষায়, কতটা গবেষণায়, কতটা প্রকাশনার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা কাজ করছে,

শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জবাবদিহির ব্যবস্থা করে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে '৭৩-এর অধ্যাদেশ সংশোধন করতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী গতকাল জাতীয় সংসদে শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার সূচনা করছিলেন।

আলোচনায় বিরোধী দলীয় নেতা আ, স, ম, বর বলেন, আজ সমস্যা শিক্ষাঙ্গনের নয়, সমস্যা শিক্ষানীতির।-'দুই হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা' একটি বাস্তবতা বিবর্জিত পরিকল্পনা। বাস্তবতার আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে।

তিনি বলেন, '৭৪ সালের পর থেকে বাংলাদেশের রাজনীতির 'কালচার ও গ্রামার' চলে গেছে।

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেন, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান হয়েছিল সময়ের দাবীর সাথে তাল মিলিয়ে ৯ বার সংশোধন হয়েছে। ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি গণতান্ত্রিক আইন করা হয়েছিল কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যারা পরিচালনা করেন তারা এ অধ্যাদেশের সঠিক ব্যবহার করতে পারছে না।

শেখ শহীদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে দলাদলি, সন্ত্রাস, শিক্ষকদের নির্বাচন নিয়ে সংঘাত, শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত করেছে। তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গনে সমস্যার কারণ সব কিছুতেই উচ্চ মাত্রার রাজনীতিকরণ।

বজলুল হুদা

ফ্রীডম পার্টির মেজর (অবঃ) বজলুল হুদা বলেন, শিক্ষাঙ্গনে অশান্তি, নৈরাজ্য, হানাহানি বিরাজ করছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্তানদের শিক্ষার জন্য না পাঠিয়ে পাঠাচ্ছি সার্টিফিকেটের জন্য। আমরা সবাই আমাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছি, তিনি বলেন, আজ আমাদের ডিগ্রী বহিঃবিশ্বে স্বীকৃত নয়। তিনি বলেন, ইংরেজী না শেখা, দীনিয়াত না শেখার নেতিবাচক মনোভাব পরিহার করতে হবে। তিনি একমুখী সুসামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহবান জানান।

বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ নূর আলম জিকু বলেন, আজ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, সেশনজট, শিক্ষকদের গ্রুপ রাজনীতি, ছাত্রদের শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে অনীহা, বৈষম্যমূলক শিক্ষা, শিক্ষাকে বাজারী পণ্যে রূপান্তর করার কাজ চলছে। এসবের কারণ খুঁজে বের করতে হবে। এছাড়া আলোচনায় অংশ নেন জাতীয় পার্টি ডঃ টি, আই, এম, ফজলে রাব্বী, জনাব আবু নূর মোঃ বাহাদুল হক, জনাব এম, এ, রেজা, জনাব শহীদুল হক খান, প্রিন্সিপাল আজহারুল হক, জনাব গোলাম সারওয়ার মিলন, শাহ জগলুল ফারুক, জাসদের (সিরাজ), জনাব মাজহারুল হক শাহ চৌধুরী, জনাব আবদুল মতিন সিও, স্বতন্ত্র সদস্য মিয়া আব্বাস উদ্দিন, জনাব নূরুল ইসলাম মনি, মেজর (অবঃ) আসগর আলী, জনাব সিরাজউদ্দিন আহমদ, কর্নেল জনাব আতাউর রহমান ও জনাব মফিজুর রহমান রোকন।